গৌরাঙ্গ লীলায় যেন লয়ে ভক্তগণ।
ঘরে ঘরে যারে তারে দেয় প্রেমধন।।
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র করিলেন লীলা।
নিজ ভক্তগণ ল'য়ে প্রেম আস্বাদিলা।।
পূর্ব্বে প্রভু অদ্বৈতরে কহে যে বচন।
করিব নিগূঢ় লীলারস আস্বাদন।।
এই প্রেম দিয়া যদি জগৎ মাতায়।
নিগূঢ় প্রকট হয় পূর্ব্ব কথা যায়।।
ধর্ম্ম সংস্থাপন জীব উদ্ধার হইল।
পরে প্রেম প্রকাশিবে বাসনা থাকিল।।
সফলানগরী ধন্য ওড়াকান্দী ধন্য।
যে যে গ্রামে হরিচাঁদ হৈল অবতীর্ণ।।
সফলানগরে শ্রীযশোবন্ত ঠাকুর।
তাঁহার মহিমা কথা কহিতে প্রচুর।।
কৃষ্ণ-ধ্যান কৃষ্ণ-জ্ঞান কৃষ্ণ-প্রাণ তাঁর।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য বিনে না হ'ত আহার।।
সদা কহে কৃষ্ণ কথা কথোপকথন।
কৃষ্ণ ব'লে অশ্রুজলে ভাসিত বয়ান।।
প্রতিপক্ষে করাইত বৈষ্ণব ভোজন।
হরিব্রত একাদশী নাম সংকীর্ত্তন।।
নীচ নীচ কুলে প্রভু দিয়া প্রেমধন।
নমঃশূদ্র কুলে এল ব্রহ্ম সনাতন।।
হয়গ্রীব, কপিল হইল অবতার।
অংশ অবতার সেও ব্রাহ্মণকুমার।।
ব্রাহ্মণ-সন্তান হেতু ভৃগুপদ ধরে।
শ্রীবামন অবতার কশ্যপের ঘরে।।
ভৃগুরাম অবতার জমদগ্নি সূত।
ক্রমে নীচ কুলে যায় হ'যে পদচ্যুত।।
শেষে দ্বিজ হ'তে একপদ নীচে এলে।
ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্ম করে রামলীলে।।
প্রথম পুরুষ অবতার রাম হন।
তারপরে গোপ বৈশ্য শ্রীনন্দ নন্দন।।
ধরা-দ্রোণ দুইজন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
অতিথি বিধানে পূজে শ্যাম চিন্তামণি।।
ছদ্মবেশে পদ্মনেত্র গিয়া সেই স্থানে।
ধরাকে দিলেন ধরা আতিথ্য বিধানে।।
স্তন কেটে সেবা করে সেইতো ব্রাহ্মণী।
ভক্তিতে আবদ্ধ হ'ল শ্যাম চিন্তামণি।।
ধরাকে দিলেন হরি এ সত্য কড়ার।
দ্বাপরেতে শোধিব মাগো তব ঋণ ধার।।
যেই স্তন কেটে মাগো আমাকে সেবিলে।
পুত্ররূপে সেই স্তন খাইব মা বলে।।
পতিত পাবন পুত্র পাইবেন বলে।
নীচকুলে নন্দ এসে বৈশ্য পুত্র হলে।।
দ্বাপরে করিল লীলা সেই ভগবান।
ব্রজলীলা ত্যজি মথুরাতে হরি যান।।
সুদাম মালীর কন্যা কুবুজাসুন্দরী।
বসুদেব নন্দনের হৈলা পাটেশ্বরী।।
যদুকুলে রাজা নাই উগ্রসেন রাজা।
রাণী হয়ে কুব্জা করে মোহনের পূজা।।
দ্বারকায় গিয়া রহি লীলা প্রকাশিল।
প্রেমদায়ে অর্জ্জুনের সারথি হইল।।
পঞ্চ ভাই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ আত্মা প্রায়।
সে 'দিব্য বিলাপ সিন্ধু' গ্রন্থে দেখা যায়।।
সেই পঞ্চ ভাই সতী দ্রৌপদি সহিতে।
নিযুক্ত হইল রামদাসের সেবাতে।।
রাজসূয় যজ্ঞ কালে মুনিগণে ভজে।
মুচিরাম সেবা কালে স্বর্গে ঘন্টা বাজে।।
ক্রমেই বাড়ান হরি নীচজন মান।
'তৃণাদপি' শ্লোক তার আছয়ে প্রমাণ।।
রাখালের এঠো খায় কিবা সখ্য ভাব।
বিদুরের খুদ খায় শুদ্ধ প্রেমভাব।।
শচীগর্ভে সিন্ধু মাঝে ইন্দু পরকাশ।
হবিউল্লা কাজিপুত্র ব্রহ্ম হরিদাস।।